পঞ্চম অধ্যায়

শাস্ত্রের সত্য-সিদ্ধতা

(The Inerrancy of Scripture)

— ব্যখ্যা ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি —

সত্য-সিদ্ধতার অর্থ -

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য ঈশ্বরের বাক্য, তাই শাস্ত্রের কোন বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা, ঈশ্বরেরই প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা। আমরা আরও দেখেছি যে, ঈশ্বর কখনও মিথা সাক্ষ্য দেন না (২ শমূয়েল ৭:২৮;তীত ১:২;ইব্রীয় ৬:১৮) । অতএব, শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দ সম্পূর্ণ ভাবে সত্য এবং সর্বাংশে ত্রুটিহীন (গণনা ২৩:১৯;গীত ১২:৬;১১৯:৮৯, ৯৬;হিতোপদেশ ৩০:৫;মথি ২৪:৩৫) । তাই ঈশ্বরের বাক্য, প্রকৃতপক্ষে, সত্যের চূড়ান্ত মান (যোহন ১৭:১৭) ।

শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশে শাস্ত্রবাক্যের সত্যপরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার বিষয় বলা হয়েছে। এদের মধ্যে গীত ১২:৬ পদে সদাপ্রভুর বাক্য সকলকে ***"নির্ম্মল বাক্য, তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাটি করা রৌপ্যের তুল্য, সাতবার পরিষ্কৃত রৌপের তুল্য"*** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, শাস্ত্রের নির্ভুলতা বা চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্যতা বা বিশুদ্ধ তার বিষয় বলা হয়েছে। একইভাবে, ***"ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ ; তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ"*** (হিতোপদেশ ৩০:৫) । এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরের প্রতিটি কথার সত্যপরায়ণতা স্বীকার করা হয়েছে। অমরা জানি, মানুষের কথা বিভিন্ন ভুল বা আংশিক অসত্যে পূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর যদিও তাঁর কথা পাপী মানুষদের মাধ্যমে উক্ত করেছেন, তথাপি সেইকথা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল ও সত্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বাইবেল বলে, ***"ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন"*** (গণনা ২৩:১৯) ।

তাই, শাস্ত্রের সত্য-সিদ্ধ তা বলতে আমরা বুঝি, **শাস্ত্রের মূল পাণ্ডুলিপি** *(Original manuscript)* **বাস্তব বা সত্যের বিরুদ্ধে কোন কথাকে অনুমোদন করে না**। অর্থাৎ সহজ কথায়, **বাইবেল সর্বদা সত্য বলে, তাই শাস্ত্র যখনই কোনও বিষয় কিছু বলে, তখনই সত্য বলে**। অর্থাৎ, এরদ্বারা আমরা কথা বলার ভঙ্গিমাকে নির্দেশ করে থাকি; যার দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত বিষয়কে নির্দেশ করি—

১) প্রাত্যাহিক জীবনের সাধারণ ভাষায় কথা বললেও বাইবেল সত্য-সিদ্ধ

"সত্য-সিদ্ধতা" শব্দটি বিভিন্ন ঘটনার 'বৈজ্ঞানিক' বা 'ঐতিহাসিক' বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আমরা বাইবেলে এমন কথা দেখতে পাই— *"সূর্য ওঠে এবং বৃষ্টি পরে।"* এই কথা বিজ্ঞান-সম্মত না হলেও সত্য। কারণ দর্শনকারীর দিক থেকে এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য। যদি কেউ সূর্যের উপর দাঁড়িয়ে (যদি তা সম্ভ ব হত) দেখত, বা মহাকাশের কোন কাল্পনিক নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে দেখত, তাহলে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীকে ঘুরপাক খেতে সে দেখতে পেত। কিংবা বৃষ্টি নিচের দিকে না কিন্তু উপরের দিকে বা পাশের দিকে বা অন্য দিকে যেতে দেখতে পেত। কিন্তু এমন বর্ণনার দ্বারা পাঠকের সঙ্গে প্রকৃত যোগাযোগ সাধন অসম্ভব হত। কারণ, বক্তার ন্যায় পাঠকের দিক থেকে সূর্য অবশ্যই ওঠে এবং বৃষ্টি অবশ্যই নিচে পরে, এ সবই বক্তার চোখে ধরা পরা ঘটনার সত্য বর্ণনা।

আবার সংখ্যা সম্বন্ধেও এই বিষয়টি খাটে। যখন কোনও সাংবাদিক কোনও সংঘর্ষের বর্ণনা দিতে গিয়ে এমন কথা বলে, ৮,০০০ লোক মারা পড়েছে, তখন তার অর্থ এই নয় যে, সে প্রতিটি মৃত ব্যক্তিকে গণনা করেছে এবং তার ফলে প্রকৃত পক্ষে মৃতের সংখ্যা ৭,৯৯৯ বা ৮০০১ নয়, কিন্তু ঠিক৮,০০০। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ১৬,০০০ জন মারা গেছে। কিন্তু এর মানে ৭,৮২৩ বা ৮,২৪২ জন লোকও মারা যেতে পারে।

পরিমাপ সম্পন্ধেও এ বিষয়টি খাটে। যখন আমি বলি যে, *"আমার মণ্ডলী আমার বাড়ি থেকে বেশি দূরে না,"* তখন তার মানে, *"আমার বাড়ী ও মণ্ডলীর মধ্যে দূরত্ব ১ মাইল"* বা *"আমার বাড়ী ও মণ্ডলীর মধ্যে দূরত্ব ১ মাইলের একটু বেশী"* বা *"আমার বাড়ী ও মণ্ডলীর মধ্যে দূরত্ব ১.২৮৭ মাইল"*— চারটি উক্তিই নিখুঁততার অর্থে কাছাকাছি। যদিও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা আরও বেশী নিখুঁত মাপের বর্ণনা সম্ভব, তথাপি উপরের উক্তিগুলি ভুল নয়।

এখন *"আমার মণ্ডলী আমার বাড়ী থেকে বেশী দূর না"*— এই কথা একদিক থেকে যদিও স্পষ্ট ও নিখুত বর্ণনা নয়, অন্যদিকে, আবার এই উক্তির মধ্যে কোনও ভুল নেই। বাস্তবের বিপক্ষে এই উক্তি কোনও সাক্ষ্য দেয় না। একইভাবে, বাইবেলের বর্ণনা নিখুঁত না হয়েও সম্পূর্ণ সত্য। তাই, বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা, কোন ঘটনার সত্যকে নির্দেশ করে, ঐ ঘটনার বর্ণনার নিখুঁততার পরিমাণকে নয়।

২) সাধারণ উদ্ধৃতিব্যবহার করলেও বাইবেল সত্য-সিদ্ধ

সংস্কৃতির পার্থক্য অনুসারে উদ্ধৃতি ব্যবহারে পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। আধুনিক ভাষার নিয়ম অনুসারে, আমরা উদ্ধৃতি চিহ্নের (" . . .") মধ্যে বক্তার কথাগুলির কোনও পরিবর্তন না করে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু আমাদের পরোক্ষ উক্তির জন্য (উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করে) এই পদ্ধতি খাটে না। উদাহরণ স্বরূপ- *"রবীন বলল যে, সে রাতের খাবার খেতে তৎক্ষনাৎ বাড়ী ফিরবে।"* যদিও এই বিবৃতিতে রবীনের উক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ নেই, তথাপি এই বিবৃতির মাধ্যমে মুক্তির প্রতি রবীনের মূল কথার সত্যবাদিতা কোনওভাবে খর্ব করা হয় নি— *"আমি দু' মিনিটের মধ্যে বাড়ী ফিরে ভাত খাব।"*

নতুন নিয়মের সময় লিখিত গ্রীক ভাষায় উদ্ধৃতি চিহ্নের সমতুল্য কোন চিহ্ন ছিল না। আবার অন্য কোনও ব্যক্তির উক্তিকে উল্লেখ করতে গিয়ে, আমাদের পরোক্ষ উক্তির ন্যায় প্রতিটি শব্দকে ব্যবহারও করা হত না। কিন্তু উক্ত বিষয়বস্তুর সত্য উপস্থাপিত করা হত। তাই, নতুন নিয়মে এমন অনেক উদ্ধৃতি আমাদের চোখে পড়ে, যেগুলি পুরাতন নিয়ম বা যীশুর মুখনির্গত বাক্যের সম্পূর্ণ অবিকল উপস্থাপন নয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্পূর্ণ সত্য।

৩) বাইবেলের সত্য-সিদ্ধ তার অর্থ বাক্যের ব্যকরণগত নির্ভুলতা নয়

শাস্ত্রের কিছু অ ংশ ভাষাগত দিক থেকে সত্যই অপুর্ব এবং সুন্দর। কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ সাধারণ মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে। অনেক সময় আবার সাধারণের দ্বারা স্বীকৃত ব্যকরণকেও উপেক্ষা করা হয়েছে (যেমন, অনেক ক্ষেত্রে যেখানে একবচন ক্রীয়াপদ ব্যবহার করার কথা, সেখানে বহুবচন ক্রীয়াপদ ব্যবহার হয়েছে; আবার স্ত্রী-লিঙ্গ বিশেষণের জায়গায় পুং-লিঙ্গ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে; কিংবা শব্দের বানান আলাদাভাবে লেখা হয়েছে)। ব্যকরণগত ও আকারগত এমন অনিয়মিত ব্যবহার (প্রকাশিত বাক্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে) দেখে যেন আমরা বিচলিত না হই। কারণ, এর দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের সত্য কোনওভাবে প্রভাবিত হয়নি। কারণ, কোনও বিবৃতির সত্যপরায়ণতা ঐ বিবৃতির ব্যকরণগত সঠিকতার উপর নির্ভর করে না। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও অশিক্ষিত চাষী সমগ্র দেশের মধ্যে সব থেকে আস্থাবান ব্যক্তি হতে পারেন, যদিও তাঁর ব্যবহৃত ভাষা ব্যকরণগত দিক থেকে সুষ্ঠ ও সুন্দর নাও হতে পারে। কারণ, মিথ্যা কথা না বলার জন্য সেই ব্যক্তি দেশের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেছে। একইভাবে, শাস্ত্রের মূল রচনার কিছু কিছু অংশে ব্যকরণগত অসংগতি থাকলেও, তা সম্পুর্ণ সত্য-সিদ্ধ। যেহেতু, সেগুলি সম্পুর্ণ সত্য বিবৃতি। কথার সত্যবাদিতাই এখানে বিবেচনার বিষয়।

— শাস্ত্রের সত্য-সিদ্ধতা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক কিছু চ্যালেঞ্জ —

কিন্তু সাম্প্রতিক কালে, শাস্ত্রের সত্য-সিদ্ধতাকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেই সমস্ত বিষয়ে আমরা এই অংশে আলোচনা করব।

১। শাস্ত্র কেবল বিশ্বাস ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারী

অনেকে বলে থাকেন যে, কেবল বিশ্বাস এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, বাইবেল কেবল আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের নির্দেশিকা হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ। তাই, তারা অন্যান্য বিষয়ে বা ক্ষেত্রে *(area)* বাইবেলে অসত্যের উপস্থিতির সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে না। উদাহরণস্বরূপ তারা বলে থাকেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক বিবরণ বা বৈজ্ঞানিক সত্যের ক্ষেত্রে বাইবেলের সত্যবাদিতা খোঁজা অবান্তর বিষয়। তাদের মতানুসারে, ঐ সমস্ত বিষয় যেহেতু বাইবেলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, সেইহেতু ঐ সমস্ত নিয়মকে বাইবেলে খোঁজা নিস্প্রয়োজন। অর্থাৎ, আমরা কী বিশ্বাস করব ও কেমনভাবে জীবন যাপন করব, বাইবেল কেবল সে বিষয়েই আমাদের নির্দেশ দিয়ে থাকে। তাই, এমন চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বাইবেলের প্রতি অভ্রান্ত *(infallible)* শব্দ প্রয়োগের পক্ষপাতী হলেও সত্য-সিদ্ধতা *(inerrant)* শব্দের ব্যবহারের বিষয়ে দ্বিধা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আমরা এমন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারি না।

কারণ, বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে বারংবার শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্যকে আমাদের পক্ষে উপকারী হিসাবে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (২ তীমথিয় ৩:১৬) এবং এর প্রতিটি বাক্যকে ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বলা হয়েছে। তাই শাস্ত্র-বাক্যকে সম্পূর্ণ নির্মল (গীত ১২:৬), সিদ্ধ (গীত ১১৯:৯৬); এবং পরীক্ষাসিদ্ধ সত্য (হিতোপদেশ ৩০:৫) বলা হয়েছে।

নতুন নিয়ম শাস্ত্রের সর্বাংশের নির্ভরযোগ্যতাকে *(reliability)* সমর্থন করে। প্রেরিত ২৪:২৪ পদে, পৌল ব্যবস্থা বা ভাববাদী গ্রন্থে লিখিত সমস্ত বিষয়কে বিশ্বাসের কথা হিসাবে উল্লেখ করেছে। লূক ২৪:২৫-২৬ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে 'অবোধ' বলেছেন, কারণ তাঁরা ভাববাদীগণের সমস্ত কথা বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। রোমীয় ১৫:৪ পদানুসারে, পূর্বকালে (পুরাতন নিয়মে) সকল বিষয় আমাদের শিক্ষার জন্য লিখিত হয়েছিল। উপরের এই সকল পদ আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা যেন কখনও বাইবেলের কোনও অংশকে খাটো করে বা আস্থার অযোগ্য বা নির্ভরতার ক্ষেত্রে অযোগ্য হিসাবে চিন্তা না করি। একইভাবে, ১ করি ১০:১১ পদে, পৌল এমন কথা বলেছে, পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত সামান্য বিষয় বা ঘটনাগুলিও সত্য এবং যা তাদের প্রতি দৃষ্টান্তরূপে ঘটেছিল, তা আমাদের চেতনার জন্য লিখিত হয়েছে।

পুরাতন নিয়মের বিষয়গুলি উল্লেখ করতে গিয়ে নতুন নিয়মের লেখকরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, আমরা যদি তা নিরীক্ষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, তারা "বিশ্বাস ও অনুশীলনের" বিষয় হিসাবে শাস্ত্রের কোন অংশকে অন্য অংশ থেকে পৃথক করে দেখেনি। পরিবর্তে, পুরাতন নিয়মের প্রতিটি বিষয়ের সত্যবাদিতা তারা স্বীকার করেছে।

নিচের উদাহরণগুলিতে আমরা লক্ষ্য করব, নতুন নিয়মের লেখকরাও কীভাবে পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক সত্যবাদিতা স্বীকার করেছে, তারা "বিশ্বাস ও অনুশীলনের" বিষয় হিসাবে কোনও পার্থক্যকে সমর্থন করেনি। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, নতুন নিয়মের লেখকরা পুরাতন নিয়মের সামান্য ঐতিহাসিক বর্ণনাকেও তাঁদের "বিশ্বাস ও অনুশীলনের" বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

১। দায়ূদের দর্শন-রুটি ভোজন (মথি ১২:৩-৪)
২। মাছের পেটে যোনা (মথি ১২:৪০)
৩। নীনবীর লোকদের অনুতাপ (মথি ১২:৪১)
৪। শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনবার জন্য দক্ষিণ দেশের রাণীর আগমন (মথি ১২:৪২)
৫। সীদন দেশের সারিফ-এ এলিয় ভাববাদীর গমন (লূক ৪:২৫-২৬)
৬। সীরিয় নামানের কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থতা (লূক ৪:২৭)
৭। লোটের সদোম ত্যাগের দিন আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ (লূক ১৭:২৯,৩২)
৮। প্রান্তরে মোশীর দ্বারা সাপকে উপরে তোলা (যোহন ৩:১৪)
৯। যাকোবের দ্বারা যোষেফকে ক্ষেত্র দান (যোহন ৪:৫)
১০। ইস্রায়েলের ইতিহাসের বিভিন্ন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা (প্রেরিত ১৩:১৭-২৩)
১১। অব্রাহামের বিশ্বাস ও ত্বকছেদের পূর্বে প্রতিজ্ঞাকে গ্রহণ (রোমীয় ৪:১০)
১২। অব্রাহামের প্রাণ একশত বৎসর বয়স হওয়া সত্বেও ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস (রোমীয় ৪:১৯)
১৩। ঈশ্বরের কাছ থেকে রিবিকা জানতে পেরেছিল যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠের দাস হবে (রোমীয় ৯:১০-১১)
১৪। ঈশ্বরের সঙ্গে এলিয়ের কথোপকথন (রোমীয় ১১:২-৪)
১৫। প্রান্তরে ইস্রায়েলের অভিজ্ঞতা (১ করিন্থিয় ১০:৬-১১)
১৬। মল্কীষেদককে অব্রাহামের দ্বারা দশমাংশ দান (ইব্রীয় ৭:১-২)
১৭। আবাসতাম্বুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা (ইব্রীয় ৯:১-৫)
১৮। আবাসতাম্বুর ভিতর মোশীর দ্বারা জল ও রক্ত ছিটানো (ইব্রীয় ৯:১৯-২১)
১৯। ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা শূন্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি (ইব্রীয় ১১:১৩)
২০। আমাদের বিশ্বাসের পিতৃপুরুষদের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা (ইব্রীয় ১১)
২১। খাবারের জন্য এষৌ জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করে (ইব্রীয় ১২:১৬-১৭)
২২। রাহবের মাধ্যমে গুপ্তচরদের প্রাণ রক্ষা (যিহোশূয় ২:২৫)
২৩। নোহের জাহাজে ৮টি মানুষের প্রাণ রক্ষা (১ পিতর ৩:২০)
২৪। সদোম ও ঘমোরার ধ্বংস কিন্তু লোটের প্রাণ রক্ষা (২ পিতর ২:৬-৭)
২৫। বিলিয়মের গাধার কথা বলা (২ পিতর ২:১৬)

উপরের উদাহরণগুলি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাকে নতুন নিয়মের লেখকেরা পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস করেছিলেন। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, বাইবেলের প্রতিটি বাক্য আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই, যারা এর কোনও অংশ বাদ দেবার দুঃসাহস দেখাত, তাদের প্রতি ভয়ঙ্কর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে (২য় বিবরণ ৪:২;১২:১৩২;প্রকাশিত ২২:১৮-১৯)।

২। সত্য-সিদ্ধতা *(Inerrancy)* একটি ত্রুটিপূর্ণ শব্দ

এই শব্দের ব্যবহারের বিপক্ষে যারা মত প্রকাশ করে থাকেন তারা বলেন, যেহেতু এই শব্দ, বিজ্ঞানের সূত্র মেনে সঠিকতাকে নির্দেশ করে; সেইহেতু, এই শব্দ শাস্ত্রের প্রতি প্রযোজ্য নয়। তারা তাদের বক্তব্যের সমর্থনে আরও উল্লেখ করেন যে, বাইবেল নিজে কোথাও এই শব্দ ব্যবহার করেনি। তাই তারা এই শব্দ ব্যবহারের বিপরীতে মত প্রকাশ করে থাকেন। এদের এই চিন্তার বিরুদ্ধে আমরা কী বলব?

ক) এই শব্দের ব্যবহার ইতিমধ্যে শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে। ভাষাগত ত্রুটির বিষয় মাথায় রেখেই তাঁরা এই শব্দকে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরা কিন্তু কখনও *"বিজ্ঞানের সূত্র মেনে সঠিকতাকে"* নির্দেশ করতে এই শব্দ ব্যবহার করেননি। তাই, আজ যারা এই শব্দের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে থাকেন, তারা এর দ্বারা পরিচয় দেন যে, ইতিহাস তাদের অজানা।

খ) বাইবেলে উল্লেখ নেই এমন অনেক শব্দের দ্বারা আমরা বাইবেলে উপস্থাপিত ঈশতাত্ত্বিক বিভিন্ন শিক্ষাকে বর্ণনা করে থাকি। ত্রিত্ব-ঈশ্বর *(Trinity)* বা দেহায়িত হওয়া *(Incarnation)* শব্দগুলি বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু বাইবেল আমাদের যে সত্য শিক্ষা দেয়, সেই সত্যকে প্রকাশ করতে এই শব্দগুলি খুবই প্রয়োজনীয়। এদের ব্যবহারের দ্বারা বাইবেলের সত্য শিক্ষার সহজ উপলব্ধি ঘটেছে।

একই সঙ্গে পূর্ণ সত্যবাদিতার অর্থ প্রকাশের জন্য 'সত্য-সিদ্ধতা' *(Inerrancy)* থেকে ভালো কোনও শব্দ চিন্তা করা হয়নি। তাই, এই শব্দের ক্রমশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই।

গ) এই শব্দকে বাদ দিয়ে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আজকের দিনে মণ্ডলীতে একটি অসম্ভব বিষয়। লোকেরা এই শব্দকে পছন্দ করুক বা না করুক, একে ঘিরেই সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভুত হয়েছে এবং আগামী যুগেও এই শব্দকে ঘিরে আলোচনা ক্রমশ এগিয়ে চলবে। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে *International Council on Biblical Inerrancy (ICBI)* প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে এর সহায়তায় "বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা সম্বন্ধীয় শিকাগো বিবৃতি" (*Chicago Statement on Biblical Inerrancy)* প্রকাশিত হয়। এ সবই এই শব্দের গুরুত্বকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

৩। আমাদের কাছে কোনও সত্য-সিদ্ধ পাণ্ডুলিপি *(Manuscript)* অবশিষ্ট নেই

অনেকের মতে, আমাদের কাছে কোনও সত্য-সিদ্ধ পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট না থাকায় বাইবেলকে সত্য-সিদ্ধ বলা ঠিক নয়। যারা এই অভিযোগ করেন, তারা বাইবেলের আদি বা মূল *(original)* পাণ্ডুলিপিকেই কেবল সত্য-সিদ্ধ বলে দাবী করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবিক আমাদের কাছে কোনও আদি বা মূল পাণ্ডুলিপিই অবশিষ্ট নেই— যা আছে, তা হোল মোশী, পিতর বা পৌলের লেখার কপিসমূহের কপি। তাহলে, এমন মতবাদের কি প্রয়োজন যে মতবাদ প্রয়োগের উপযোগী পাণ্ডুলিপি একটিও অবশিষ্ট নেই?

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা প্রথমে উল্লেখ করব যে, আমাদের জানা শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশী শব্দ, যা আজ আমাদের বাইবেলে আছে, তা মূল বা আদি পাণ্ডুলিপির অর্ন্তগত। আবার বেশীরভাগ ক্ষেত্রে, পাণ্ডুলিপির পার্থক্য অনুসারে যেখানে একই পদে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার আমাদের কাছে ধরা পড়েছে, সেখানেও উপযুক্ত শব্দের মনোনয়ন তেমন কঠিন বিষয় হয়নি। অবশ্য, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল রচনার শব্দকে চেনা কঠিন হয়েছে। তথাপি, ঐ পদের অর্থ *Context*-এর পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা খুব একটা কঠিন বিষয় নয়। (এখন এমন পার্থক্য জানবার জন্য আমাদের প্রত্যেককে হিব্রু বা গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই; যেহেতু বেশীর ভাগ ইংরাজী অনুবাদ বা অন্য ভাষায় অনুবাদের পাদটীকায় অন্যান্য প্রচীন অনুবাদে কোন্ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার উল্লেখ থাকে)।

এর অর্থ এই নয় যে, *Text* সম্বন্ধীয় অধ্যয়নের কোনও প্রয়োজন নেই। এই অধ্যয়নের উদ্দেশ্য, মূল পাণ্ডুলিপিকে সনাক্তকরণে আমাদের অসমর্থতাকে নির্দেশ করা নয়। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপির আরও কাছে আসতে এই অধ্যয়ন আমাদের সাহায্য করে। এই জন্য এখন আমাদের কাছে যে সকল হিব্রু ও গ্রীক বাইবেলের প্রকাশন *(Version)* অবশিষ্ট আছে, তা মূল পাণ্ডুলিপির খুবই কাছাকাছি। তাই, যখন আমরা মূল পাণ্ডুলিপির সত্য-সিদ্ধতার *(Inerrancy)* কথা বলি, তখন তার দ্বারা আজ আমাদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি অবশিষ্ট আছে তার শতকরা ৯৯ ভাগ সত্য-সিদ্ধতাকে আমরা নির্দেশ করি। তাই, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান পাণ্ডুলিপিসমূহ মূল পাণ্ডুলিপির সমতুল্য; অতএব, বাইবেল সম্বন্ধীয় সত্য-সিদ্ধতার মতবাদ আমাদের বর্তমান পাণ্ডুলিপির প্রতি একইভাবে প্রযোজ্য।

তাহলে, সত্য-সিদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে মূল পাণ্ডুলিপিকে নির্দেশ করার কী প্রয়োজন? এর কারণ, পরবর্তী কপিসমূহ লেখা হয়েছিল এমন লোকদের দ্বারা, যারা তাদের এই কাজে নিখুঁততার বিষয় ঈশ্বরের কাছ থেকে কোনও প্রকার গ্যারাণ্টি লাভ করেনি। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপি সমূহ "ঈশ্বরের বাক্য," এই দাবীর অধিকারী। তাই, যদি বিভিন্ন কপিতে কোন রকম ভুল থাকে, সেগুলি কেবল মানুষের ভুল। কিন্তু মূল পাণ্ডুলিপিতে যদি ভুল থাকে (তা কেবল মানুষের ভুল নয়), এমনকি ঈশ্বরের ভুলকেও বা ঈশ্বরের মিথ্যাসাক্ষ্যকেও মেনে নেওয়ার নামান্তর। এমন কাজ আমরা কখনও করতে পারি না।

৪। বাইবেল লেখকরা তাদের সময় প্রচলিত মিথ্যা চিন্তাকেও সমর্থন করেছে বা শিক্ষা দিয়েছে

যারা এই কথা বলেন, তাদের যুক্তি, সাধারণভাবে প্রচলিত ও গৃহিত বিভিন্ন চিন্তা, যা প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক দিক থেকে সত্য নয়, এমন চিন্তার পরিবর্তন করে লিপিবদ্ধ করা, বাইবেল লেখকেদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। তাই, তাদের সমসাময়িক পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করতে গিয়ে, বাইবেল লেখকরা সেই সমস্ত মিথ্যা ধারণাকে মেনে নিয়েছে। তাই তাদের যুক্তি অনুসারে, বাইবেল লেখকরা এইভাবে অনেক অসত্যকে সহজ ও সাবলিলভাবে গ্রহণ করেছে ও লিপিবদ্ধ করেছে।

এই অভিযোগের বিরুদ্ধে **প্রথমত** আমরা যে বিষয়ের উল্লেখ করব, সেটি হল, ঈশ্বর মানুষের ভাষার উপর প্রভু, যিনি শাস্ত্র রচনা কালে মানুষের দ্বারা গৃহিত বিভিন্ন অসত্য চিন্তাকে গ্রহণ না করেও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মানুষের ভাষাকে ব্যবহার করতে পারেন। তাই, আমরা যদি মানুষের ভাষার উপর ঈশ্বরের প্রভুত্বকে স্বীকার করি, তাহলে এমন অভিযোগ করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, তবুও যদি আমরা সমসাময়িক অসত্যকে গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করি, তাহলে আমরা মেনে নিতে বাধ্য যে, ঈশ্বর নিজের বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে কাজ করেছেন। কারণ, ঈশ্বর মিথ্যা কথা কথনে অসমর্থ (গণনা ২৩:১৯;তীত ১:২;ইব্রীয় ৬:১৮)। ঈশ্বর নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য, আমাদের স্তরে নেমে এসেছেন— একথা যদিও সত্য;তথাপি, শাস্ত্রে আমরা এমন কোনও উল্লেখ পাইনা যে, নিজেকে নত করতে গিয়ে তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তিনি কখনও মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য নিজেকে নত করতে পারেন না। যদি তিনি তা করতেন, তাহলে তিনি বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বর হতে পারতেন না। বাইবেলের ঈশ্বর আপন বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে কখনও তাঁর মহত্ব প্রকাশ করতে আগ্রহী নন।

এখন আমরা যদি এই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার পদ্ধতিকে গ্রহণ করি, তাহলে আমরা এক মারাত্মক **নৈতিক সমস্যার** সম্মুখীন হব। বাইবেল আমাদের ঈশ্বরের নৈতিক বৈশিষ্ট্যের অনুকারী হতে বলে (লেবীয় ১১:৪৪;ইফিষীয় ৫:১;১পিতর ৫:১)। পৌলের কথানুসারে, আমরা আমাদের নতুন প্রকৃতিতে আরও ঈশ্বরের ন্যায় হয়ে চলেছি (ইফিষীয় ৪:২৪)। আমাদের উচিৎ একে অন্যের প্রতি ***"মিথ্যাকে ত্যাগ করা"*** এবং ***"সত্য কথা বলা।"*** আমাদের বাক্যালাপে ঈশ্বরের সত্যবাদিতাকে অনুকরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার তত্ত্ব সত্য হয়, যদি ঈশ্বর সেচ্ছায় মিথ্যাবাদিতাকে সমর্থন করে থাকেন, তাহলে বিশ্বাসী আমাদের পক্ষেও মিথ্যাবাদিতাকে সমর্থন করা (যোগাযোগ সাধনের জন্য) কখনও অনৈতিক কাজ হবে না। আরও সহজ কথায়, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে সামান্য মিথ্যা *(white lie)* বলা যেতেই পারে। কিন্তু এমন শিক্ষা/চিন্তা উপরে উল্লেখিত শাস্ত্রাংশগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, বাইবেল ঈশ্বরের সম্পুর্ণ সত্যবাদিতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

৫। 'সত্য-সিদ্ধতা' মতবাদ শাস্ত্রের ঐশ্বরিক দিককে (ঈশ্বর প্রকৃতিকে) এত জোড় দেয় যে মানবিক দিককে (মানুষ প্রকৃতিকে) উপেক্ষা করে

এটা অবশ্যই সত্য যে, শাস্ত্রের দুটি দিক আছে : মানবিক ও ঐশ্বরিক;এবং আমাদের উচিৎ উভয় দিকের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী হওয়া। কিন্তু যারা এই অভিযোগ করেন, তারা শাস্ত্রের সত্য মানবিক দিক ভুল তথ্য অর্ন্তগত করতে বাধ্য, এমন চিন্তাকে খুব সহজে প্রশ্রয় দিতে চায়। এ বিষয়ে আমাদের উত্তর, বাইবেল সত্যই মানবিক দিকের অধিকারী;যেহেতু বাইবেল মানুষের দ্বারা মানুষের ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এর লেখনীতে ঈশ্বর অনুপ্রেরণা দান করেছেন, যার ফলে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য হয়েছে। এই অর্থে, মানুষের লেখা আর পাঁচটা পুস্তক থেকে বাইবেল পৃথক। অন্য পুস্তকের মত বাইবেল ভুল তথ্যের অধিকারী নয়। গণনা ২৩:১৯ পদে পাপী, লোভী, অবাধ্য বালাকের দ্বারাও এমন কথা বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বর মনুষ্য নহেন যে মিথ্যা বলিবেন; তিনি মনুষ্য-সন্তান নহেন যে অনুশোচনা করিবেন; তিনি কহিয়া কি কার্য করিবেন না? তিনি বলিয়া কি সিদ্ধ করিবেন না।"***

আবার এটাও সত্য নয় যে সাধারণ মানুষের কথা বা লেখা ভুল হতে বাধ্য। কারণ, আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় আমরা অনেক সত্য কথা বলে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ, *"আমার নাম সুজয় রায়। আমার তিন মেয়ে। আমি আজ সকালে প্রাতঃরাশ খেয়েছি।"*

৬। বাইবেলে কয়েকটি পরিষ্কার ভুল আছে

শাস্ত্রের সত্য-সিদ্ধতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশকারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তিকে খাড়া করতে গিয়ে বাইবেলে কয়েকটি পরিষ্কার ভুল আছে বলে অভিযোগ করে।

এমন অভিযোগকারীদের আমরা প্রথমে এমন প্রশ্ন করব, *"তাদের চিন্তায় ভুলগুলি বাইবেলের কোথায় আছে?"* কারণ, খুবই মজার বিষয় হল, যারা এই অভিযোগ করে থাকেন, তাদের বেশীরভাগ লোকই ঐ সকল ভুলগুলি কোথায় আছে, তা জানে না। কিন্তু অন্যের কাছ থেকে শোনা কথায় বিশ্বাস করে, তারা এমন অভিযোগ করে।

অন্যদের ক্ষেত্রে, বাইবেলের কয়েকটি স্থানের বিবৃতিকে তারা মিথ্যা বলে দাবী করে। এমন পরিস্থিতিতে, বাইবেলের ঐ সকল জায়গা আমাদের খুব কাছ থেকে দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা যদি বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতায় *(Inerrancy)* বিশ্বাস করি, তাহলে, ঐ সকল অংশের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে আমরা ভয় পাব না, পরিবর্তে, আরও বেশী আগ্রহী হব। প্রকৃতপক্ষে, আমরা আশা করব, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান প্রমাণ করবে যে, সেখানে কোনও ভুল নেই।

এই প্রক্রিয়ায় বাইবেলের বাংলা অনুবাদ অনেক সময় যথেষ্ট না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, বিভিন্ন ইংরাজী অনুবাদ তুলনা করার প্রয়োজন আছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন টীকাপুস্তক *(Commentary)* আমাদের সাহায্য করতে পারে। আগষ্টিন (৩৫৪-৪৩০ খ্রীস্টাব্দ) এবং জন ক্যালভিন (১৫০৯-৬৪ খ্রীস্টাব্দ) উভয়েই আপাত সমস্যাপূর্ণ শাস্ত্রাংশের সাব্য সমাধানের চেষ্টা করে গেছেন। আবার অনেক লেখক আপাত সমস্যাপূর্ণ শাস্ত্রাংশের সম্ভাব্য সমাধানে বিভিন্ন বইও লিখেছেন (Gleason L Archer, *Encyclopedia of the Bible Difficulties;* William Arndt, *Does the Bible contradict itself?; Bible Difficulties;* The NIV Study Bible; etc)।

আবার এমন কিছু শাস্ত্রাংশ আছে, যেগুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধারের জন্য আমাদের হিব্রু বা গ্রিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। কিন্তু যাদের এই দুই ভাষায় পারদর্শিতা নেই, তারা বিভিন্ন টীকাপুস্তকের উপর আস্থা রাখতে পারেন। অবশ্য, একথা সর্বদা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি কখনও নিখুত নয়। তাই, কঠিন শাস্ত্রাংশের অর্থ উদ্ধার এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। এর কারণ, ভাষাগত, ইতিহাস সংক্রান্ত বা পরিস্থিতি সম্বন্ধীয় যে সকল সাক্ষ্য বা প্রমাণের প্রয়োজন, তা এখন আমাদের কাছে নেই। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রাংশ কখনও আমাদের বিচলিত করতে পারে না;কারণ, সমগ্র বাইবেলের তুলনায় এদের সংখ্যা খুবই সামান্য।

কিন্তু একদিকে আমরা যখন শাস্ত্রাংশের কিছু কিছু সমস্যার সমাধানে আমাদের অপারগের কথা স্বীকার করব, ঠিক একই সঙ্গে, আমরা অসংখ্য ইভানজেলিক্যাল বাইবেল বিশেষজ্ঞদের স্মরণ করব যারা, বলে থাকেন যে, তাদের জানা এমন কোনও শাস্ত্রাংশ নেই, যেগুলির আশাপ্রদ সমাধান অসম্ভব। বিগত ১০ বা ১৫ বৎসর যাবৎ, বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা বিষয়ে আলোচনাকালে, এমন কোনও সমস্যাপূর্ণ শাস্ত্রাংশ তাদের নজরে আনা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে, এই প্রশ্নের সমাধানে ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিদান আমাদের সাহায্য করতে পারে। শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত কোনও 'নতুন' সমস্যা বিগত ১,৯০০ বৎসর ধরে আমাদের চোখে পড়েনি। যেখানে সমগ্র বাইবেলের বয়স ১,৯০০ বৎসর, সেখানে এর সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যাগুলিও ১,৯০০ বৎসরের পুরানো। এই দীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞকে ঐ সকল সমস্যাপূর্ণ শাস্ত্রাংশের মোকাবিলা করতে দেখেছি। কিন্তু তারা বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতার বিষয় কোনও প্রশ্ন তোলেননি। এর থেকে আমরা এই নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি যে, এই সকল আপাত সমস্যাপূর্ণ শাস্ত্রাংশের উপযুক্ত সমাধান আছে এবং বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা সম্বন্ধে বিশ্বাস বাইবেলের *Text*-এর ন্যায় পুরানো।

— সত্য-সিদ্ধতা বর্জনের ফলে উদ্ভুত সমস্যাদি —

আমরা যদি বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে অস্বীকার করি, তাহলে আমরা বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই। এই সকল সমস্যা যে কতখানি গুরুতর, তা যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা সত্য-সিদ্ধতাকে কেবল সমর্থন করা নয়, কিন্তু মণ্ডলীর অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বকেও স্বীকার করতে বাধ্য হই। বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা বর্জনের ফলস্বরূপ উদ্ভুত সমস্যাগুলির মধ্যে নিচের সমস্যাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য-

১। **নৈতিক সমস্যা ঃ** বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতা বর্জনের দ্বারা আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হব। একদিকে, আমরা ঈশ্বরকে অনুকরণ করার কথা বলব, অন্যদিকে ছোট খাটো বিষয়ে মিথ্যা কথা বলব। (এর আগে, সাম্প্রতিক কালে বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যে ৪ নম্বর অভিযোগের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি)। আমরা যদি একদিকে বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে অস্বীকার করি, কিন্তু অন্যদিকে বাইবেলকে ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে, আমরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হই যে, ঈশ্বরও শাস্ত্রের কোনও কোনও স্থানে ইচ্ছাকরে মিথ্যা কথা বলেছেন। এখন, একথা যদি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তাহলে আমাদের কাছে কেন প্রযোজ্য হবে না? এমন যুক্তি প্রয়োজনে মিথ্যা কথা বলতে আমাদের লাইসেন্স দেবে। এই লাইসেন্স আমাদের নৈতিক জীবনে অধঃপতন নিয়ে আসবে।

২। **আধ্যাত্মিক সমস্যা ঃ** বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে বর্জন করলে ঈশ্বরের কোনও কথাতেই আমরা আস্থা রাখতে পারব না। একবার যদি আমরা স্বীকার করি যে, বাইবেলের কোনও কোনও জায়গায় ঈশ্বর ছোট খাটো মিথ্যা কথা বলেছেন;তাহলে, এই কথা বিশ্বাস করব যে, ঈশ্বর আমাদের প্রতি মিথ্যা কথা বলতেই পারেন। এমন বিশ্বাস আমাদের জীবনের উপর ব্যপক প্রভাব ফেলবে। আমরা

ঈশ্বরের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করতে ও পালন করতে ব্যর্থ হব। প্রথমে আমরা শাস্ত্রের সেই সকল অংশগুলি অবিশ্বাস করব বা পালন করব না, যেগুলি আমাদের বিশ্বাস করতে বা পালন করতে দ্বিধা আছে। কিন্তু এই পদ্ধতির ক্রমশ প্রশ্রয় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে অধঃপতন নিয়ে আসবে।

৩। **বুদ্ধিজীবি পাপের সমস্যা ঃ** বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে বর্জনের দ্বারা আমরা বাইবেলের বাক্যের উপরে সত্যের মান হিসাবে মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে স্থান দেব। আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে ব্যবহার করে শাস্ত্র-বাক্যের সত্যবাদিতা বিচার করব। অর্থাৎ, আমাদের যুক্তি-শক্তিকে অধিক সত্য জ্ঞান করে আমরা বাইবেলের ভুল ধরব। এর অর্থ, আমরা ঈশ্বরের থেকে বা ঈশ্বরের বাক্য থেকে বেশী সত্য জানার ভান করব। এইভাবে, নিজেদের চিন্তা-ভাবনাকে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যপরায়ণতার উপরে স্থান দিয়ে, আমরা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবি পাপকে *(Intellectual sins)* জন্ম দেব।

৪। **বাইবেলের বিভিন্ন মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ঃ** আমরা যদি বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে অস্বীকার করি, তাহলে আমরা স্বীকার করি যে কেবল ছোট খাটো বিষয় নয়, কিন্তু মতবাদের ক্ষেত্রেও বাইবেল ভুল শিক্ষা দেয়। বাইবেলের সত্য-সিদ্ধতাকে অস্বীকার বাইবেলের প্রকৃতি বা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। এই প্রশ্ন বাইবেলে উল্লেখিত মতবাদ বিষয়ক শিক্ষার সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকেও প্রশ্ন করতে বাধ্য করে।